স্বপ্ন যখন হঠাৎ সত্য হয়—

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

বোস্ ও সান্ত্বনা যখন মোটরে উঠিল, তখন রায়ের রূপদর্শনক্ষুধা মিটে নাই।—

রায় পার্টি সুরু করিয়াছিলেন সান্ত্বনার মুখের দিকে চাহিয়া, শেষ করিলেনও সেইভাবেই...

আরও একবার তৃষ্ণাতুর ব্যাকুল দৃষ্টি সান্ত্বনার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া তার পূর্ণবিকশিত নিটোল দেহের উপর দিয়া বুলাইয়া লইয়া গেলেন—

একটা নিঃশ্বাসও বোধ করি চাপিয়া ফেলিলেন—

সান্ত্বনা বিদায়-সম্ভাষণ করিতে ভুলিয়া গেল সেই দৃষ্টিরই দুঃশীলতায়।...

বয়স হিসাবে সান্ত্বনা যৌবনোত্তীর্ণা, কিন্তু লাবণ্য হিসাবে সে যুবতী। মিসেস্ রায় ধনীগৃহিণী। তিনি ঈশ্বরদত্ত কৃপণ রূপ পতিদত্ত সুবর্ণে মণ্ডিত করিয়া রাখিতেন; কিন্তু সব কৃত্রিম জিনিষের মতই তাঁহার নিজেকে সাজাইবার ফলও কোনোদিনই হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।—

আজকাল সন্ধ্যাটা মাটি করিলেন তাঁহারাই স্বামীস্ত্রীতে একজন অশোভন অলঙ্কারের ছটা আর একজন কুরুচির বিষ ছড়াইয়া।...

দুর্বিনীতি ক্ষুধিত কুদৃষ্টির তাড়নায় অস্থির হইয়া সান্ত্বনা এক মুহূর্ত্তও সহজ স্বস্তির সঙ্গে মন খুলিতে পায় নাই; উপস্থিত অপর সকলেও তাহা লক্ষ্য করিয়া ইঙ্গিতে আভাসে তাহাকে ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

এতক্ষণ সান্ত্বনা প্রাণপণ চেষ্টায় কোনো প্রকারে আত্মস্থ ছিল; কিন্তু মোটর ছাড়িয়া দিতেই সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।—

এই পার্টিতে সস্ত্রীক আসার মধ্যে নীহার বোসের স্বার্থের একটা নিবিড় গন্ধ ছিল।— রায় ব্যবসার শিখরদেশে উঠিয়া গেছে, নীহার সবে আগন্তুক, এবং তাহারও ঐ শিখরই লক্ষ্য—

রায়ের সন্তোষ সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার সোপান।

আর এতকথা নীহার জানিতও না। ব্যবসাক্ষেত্রে মেলামেশায় যেটুকু ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন হইয়াছে তার স্বল্প পরিসরের মধ্য দিয়া রায়ের চরিত্রের সর্ব্বদিক্ প্রকট হইয়া উঠে নাই। আজ বিশেষ করিয়া সান্ত্বনা সম্পর্কে রায় যে ব্যবহার করিয়াছে তাহা যেমন কদর্য্য তেম্‌নি অপ্রত্যাশিত।

সান্ত্বনা সমস্ত দোষ স্বামীর স্কন্ধে চাপাইয়া অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল। ... স্বামী কেন অকারণে তাহাকে এমন নির্ম্মম অপমানের মধ্যে লইয়া ফেলিবেন?

এদিকে নীহারও রায়ের দুর্ব্ব্যবহারজনিত ক্ষোভ রোষের ঝাল ঝাড়িতে লাগিল নিরপরাধিনী সান্ত্বনারই উপর—

সুতরাং ব্যাপার তুমুল হইয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না।

কিছুক্ষণ গোম্‌রা মুখে বসিয়া থাকিয়া নীহার স্থগিত প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া বলিল— তোমার সব অভিযোগই মেনে নিলাম, কিন্তু তুমি একটু শিষ্টতার পরিচয় দিতে পার্‌তে যদি ঠিক মোমের পুতুলটির মত দাঁড়িয়ে না থেকে রায়ের সঙ্গে প্রাণখুলে কথাবার্ত্তা কইতে; তাতেই সে চাপা পড়ে যেত—

সান্ত্বনা রুমালে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল,— কইনি? তার চাউনি যদি তুমি দেখতে!— বন্ধুভাবের মেলামেশাকে সে কি জঘন্য করে গ্রহণ করেছে তা কি তুমিও দেখনি?

নীহার দেখিয়াছে সবই, কিন্তু—

হঠাৎ তর্কের মুখে আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। নীহার বলিল,— যা-ই বল তোমার কথাবার্ত্তাও ঠিক সামাজিক হয় নি। বিশেষ আমার হজ্‌মি শক্তির কথাটা আমাকে মনে করিয়ে না দিলেই সুবুদ্ধি সুরুচির পরিচয় দে'য়া হত।

সান্ত্বনা কহিল,— তা জানি, তোমারই ভালর জন্যে বাধ্য হয়ে ঐ কাজটি আমায় করতে হয়েছিল। সে দিন পেট গরম হয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে আমাকেও ভয়ে মেরেছিলে।

—আমি ত খোকাটি নই, আমার তা মনে ছিল। তোমার কথাটাতে অত লোকের সামনে কতটা চক্ষুলজ্জায় পড়তে হয়েছিল তা জানো?

—সেটাই কি আমারই দোষ যে রায় সামান্য সেই কথাটা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করেছিল?

—তুমি সেই ইতরটাকে সুযোগ দিয়েছিলে।

—সুখী হলাম শুনে যে তুমি স্বীকার করছ সে ইতর। আমি ভাবছিলাম, তোমার সে আক্কেলটুকুও লোপ পেয়ে গেছে। বলিয়া সান্ত্বনা চোখের জলের ভিতর দিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া একটু হাসিল।—

মানুষের আক্কেলের জ্ঞানটা চড়ান তারের মত উগ্র সূক্ষ্ম অসহিষ্ণু বস্তু— বিদ্রূপের স্পর্শমাত্রেই সে ঝন্‌ঝন্ শব্দে বাজিয়া ওঠে। মানুষের জ্ঞান থাকে না, নীহারেরও রহিল না—

সে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল,— আছে, আক্কেল আমার আছে; কিন্তু এটা ত সম্ভব নয় যে,

কাজের খাতিরে আমায় যার সংশ্রবে আস্‌তে হবে সেই তোমার নিখুঁৎ নির্জ্জলা ভদ্রলোকটি হবে। এটা তোমার জানা উচিত যে ঘরের কোণে ঘোম্‌টা টেনে হেঁসেল আগলানো জীবনের সবখানি নয়। —যাক্। তুমি তোমার কর্ত্তব্য করনি। ... স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু শয্যাবিলাসে দাঁড়ায় এ আমি চাই না। বলিয়া নীহার থামিল।—

কিন্তু অপার বিস্ময়ে ব্যথায় ধিক্কারে সান্ত্বনা একেবারে হতবাক্ হইয়া গেল...

নিরতিশয় যন্ত্রণার সহিত এই কথাটিই বারবার তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ নির্ম্মূল হইয়া গেছে... পৃথিবীতে সে একা...

পরপুরুষের প্রকাশ্য লালসার সম্মুখে নারীহৃদয় যে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনার দাহ সহ্য করে স্বামী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না— ইহা মনে হয় না। —সর্ব্বক্ষণ ব্যাপিয়া তাহার নিজেকে যেরূপ অপমানিত অসহায় হীন মনে হইয়াছিল তাহার সত্যকার রূপ মনে করিতেও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে—

তাহা যেমন অনির্ব্বাচনীয় তেমনি কঠোর—

এবং তাহা লক্ষ্য না করাও অপরের পক্ষে ঠিক তেম্‌নি অসম্ভব।...

স্বামী হইয়া স্ত্রীর অপমান-যন্ত্রণা অকাতরে অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র স্বার্থের দিকটাই অক্ষুণ্ণ রাখিবার তাহার এই কলুষিত প্রবৃত্তি সান্ত্বনাকে বীতস্পৃহ শুষ্ক করিয়া তুলিল...

সোজা সম্মুখের দিকে চাহিয়া সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, চোখ দুটা তার জ্বালা করিতে লাগিল।—

কিন্তু প্রতিবাদ না করিয়া নীরব থাকিলে ত চলিবে না—

স্বামীকে বুঝাইয়া দিতেই হইবে যে যথার্থই সে স্ত্রী, শয্যাসঙ্গিনী মাত্র নহে।...

কিন্তু নীহারের মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে উচ্চারিত অপ্রত্যাশিত রূঢ়বাক্যগুলি তাহাকে যেন দিক্‌ভ্রান্ত করিয়া গেছে—

বুঝাইবার ভাষাটা তার মনের মধ্যে তীব্রবেগে আলোড়িত হইতে লাগিল...

পথ পাইয়া বাহিরে আসিতে পারিল না।

হঠাৎ এক সময় মুখ ফিরাইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেই সান্ত্বনার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল নামিয়া আসিল।...

গাড়ি আসিয়া যখন বাড়ির দরজায় দাঁড়াইল তখনও সান্ত্বনার চোখের জল নিবারিত হয় নাই।

সান্ত্বনা নীরবে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া শুইতে গেল। নীহার শয্যায় প্রবেশ করিয়া তাহার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিল...

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ব্যাপারটা পুনর্ব্বার আগাগোড়া চিন্তা করিতে যাইয়া এতক্ষণ যাহা তুচ্ছ কারণে সান্ত্বনার বাড়াবাড়ি দুঃখ বলিয়া নীহারের মনে হইতেছিল হঠাৎ তাহা আর তুচ্ছ রহিল না।—

সত্যই ত' সে অপরাধী।...

সকল দুঃখ লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া স্ত্রীকে আত্ম-সম্মান রক্ষায় সহায়তা করা ত' তাহার কর্ত্তব্য।— সে তাহা করে নাই; উপরন্তু, অপমান কেন সান্ত্বনা অকাতরে নিঃশব্দে সহ্য করে নাই এই নিতান্ত অন্যায় আবদার করিয়া তাহাকে সে কঠিন গর্হিত বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনায় বিঁধিয়াছে!...

শিয়রে বাতি ছিল, সেটা জ্বালিয়া নীহার দেখিল সান্ত্বনা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।... তাহার নিষ্কম্প মধুর মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া নীহারের অন্তর অনুশোচনায় পুড়িতে লাগিল। ...অখণ্ড কায় মন ও বাক্য দিয়া যে তাহাকে এম্‌নি করিয়া একান্তভাবে অবলম্বন করিয়াছে, কায় মন ও বাক্য দ্বারা তাহার সেই পবিত্র আত্মসমর্পণের মর্য্যাদা ত' সে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে নাই।...

নীহারের লোভ হইল, সান্ত্বনাকে জাগাইয়া ক্ষমা চায়।

কিন্তু সান্ত্বনার ক্লান্ত অবসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া সে নিবৃত্ত হইল।... অপূর্ব্ব মমতার সহিত অতিশয় সন্তর্পণে সান্ত্বনার পাণ্ডুর গন্ডস্থলে অশ্রুচিহ্নের উপর নিবিড় একটি চুম্বন রাখিয়া নীহার বাতি নিবাইয়া দিল। —সান্ত্বনা ঘুমের ঘোরেই একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিল।

নীহার ভাবিতে লাগিল, — এত নিরুপায়, অসহায়, ভীরু, দুর্ব্বল, পরনির্ভর, পরমুখাপেক্ষী ভগবান ইহাদের কেন করিয়াছেন? ... করুণায় তাহার সারা প্রাণ ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল।

* * *

ঘুমাইয়া পড়িবার কতক্ষণ পরে তাহার ঠিক নাই— বোধ হয় দু'চার মিনিট্‌ পরেই, নীহারের ঘুমের ঘোরেই মনে হইল, ঘরের ভিতর কে যেন আসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মগ্ন চেতনায় এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, যে আসিয়াছে সে শত্রু। ... চতুর্দ্দিকে অফুরন্ত অটল জমাট্‌ অন্ধকার... ঘূর্ণীবায়ু সঞ্চালিত বালির স্তম্ভের মত অন্ধকার ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাষাণের মত নিরেট্‌ হইয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিতে লাগিল... নিঃশ্বাস কষ্টকর এবং বোধশক্তি অসাড় হইয়া গেল।...

অল্পে অল্পে তার বিশৃঙ্খল মস্তিষ্কে একটা অনুভূতি সতেজ হইয়া উঠিতে লাগিল— প্রাণ বিপন্ন।... দুঃসহ ত্রাসে তাহার মননশক্তি বিকল হইয়া মস্তিষ্ক জুড়িয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু প্রবলতম চেষ্টা সত্ত্বেও হাত পা নড়িতে চাহিল না।... হিংস্র শত্রুকে তাড়াইতে হইবে— শত্রু মুখের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, তার মুখে তীক্ষ্ণ ক্রুর হাসি, তার উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্বক্ ভেদ করিতেছে... মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হইয়া হঠাৎ একটা প্রাণপণ অমানুষিক উদ্যমের ফলে অতল অসাড়তা ভাঙ্গিয়া নীহারের হাত দুখানা ছুটিয়া আসিয়া শত্রুর টুঁটি চাপিয়া ধরিল। ... একটা তীক্ষ্ণ স্বল্পজীবী আর্ত্তনাদ তাহার অজ্ঞানের কঠিনতম তমিস্রা যেন ভেদ করিল... কি একটা পদার্থ তার মুখের উপর আছড়াইয়া পড়িয়াই উঠিয়া গেল। ... সেই শব্দে ও আঘাতে তাহার নিদ্রা তরল হইয়া দুই বাহুতে যেন মত্ত হস্তী শক্তি সঞ্চারিত হইল।—

শত্রু যে সান্ত্বনাকেও আক্রমণ করিয়াছে...

আর্ত্তস্বর তারই...

সেই ছট্‌ফট্ করিতেছে...

ক্রোধক্ষিপ্ত নীহারের অঙ্গুলিগুলি লৌহশলাকার মত পরাস্ত শত্রুর কণ্ঠের মাংসের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া গেল...

কিছুক্ষণ আঙ্গুল চাপিয়া রাখিয়া দুইবার ঝাঁকি দিয়া নীহার তাহাকে ছাড়িয়া দিল—

শত্রুর আর্ত্তনাদে এবং মুখের উপর অদৃশ্য পদার্থের আঘাতে নীহারের নিদ্রা তরল হইয়া চৈতন্য ফিরিতেছিল।—

নিদ্রা যখন সম্পূর্ণ ভাঙ্গিল তখন সে অন্ধকার শূন্যের মধ্যে নিষ্পলক চক্ষু মেলিয়া হাঁপাইতেছে।... কক্ষ শব্দশূন্য নিস্তব্ধ—

তাহার নিজেরই পরিশ্রান্ত নিঃশ্বাসের ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ কোথাও নাই।...

দুঃস্বপ্ন আবার আসিয়াছিল?—

মনে পড়িতেই নীহার আপনমনে একটু সকৌতুক ক্ষীণ হাসি হাসিল।...

এই দুঃস্বপ্নকে ভিত্তি করিয়া কতবড় একটা কলহই না ঘটিয়া গেছে!... সান্ত্বনা ত তাহাকে সাবধান করিয়াই দিয়াছিল! বিনা অপরাধে কল্যাণপ্রার্থিনীকে কত অপ্রীতিকর নিষ্করুণ কথাই না সে শুনাইয়াছে!... সকাল বেলা যখন কলহের স্মৃতি থাকিবে না তখন সান্ত্বনা এই স্বপ্নের কথা শুনিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া ভয় পাইয়া কত কীর্ত্তিই না করিবে!...”

—সান্ত্বনা?—

প্রত্যুত্তর আসিল না।

সান্ত্বনার ঘুম ভাঙ্গে নাই; কিন্তু মনে পড়ে যেন সে কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও একবার চীৎকার করিয়াছিল। অভিমান এখনো ভাঙ্গে নাই, কথা কহিবে না?—

নীহার পাশ ফিরিয়া সান্ত্বনাকে দুই হাতে বেষ্টন করিয়া আর্দ্রস্বরে কহিল, —"সান্ত্বনা আমায় ক্ষমা কর"— আরো কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতেই বাকি কথাগুলি তার কম্পিত ওষ্ঠাধরের উপর জমিয়া উঠিয়া নিশ্চল হইয়া গেল...

উচ্চারিত হইল না।—

... সান্ত্বনার দেহের স্পর্শ উষ্ণ তবু কেন নির্জ্জীব?...

একটা অচিন্তনীয় ভয়ঙ্কর সন্দেহে শিহরিয়া উঠিয়া যে-ভয় অকস্মাৎ তাহাকে পাইয়া বসিল তাহা সেই দুঃস্বপ্নের শত্রুভীতির চেয়ে বহুগুণে প্রবল।... অন্ধকারের মধ্যে অতি তীব্র আকস্মিক ত্রাসে নীহারের বুক হিম হইয়া স্পন্দন অসহ্য দ্রুত হইয়া উঠিল।— তাড়াতাড়ি দিয়াশালাইটি হাতে করিয়া কাঠি বাহির করিতে তাহার বহু বিলম্ব হইয়া গেল— হাত এম্‌নি কাঁপিতেছিল!...

বাতি জ্বালিয়া সান্ত্বনার দিকে চাহিয়াই সীমাহীন দুরন্ত আতঙ্কে নীহারের হৃদয় ও মস্তিষ্ক অসাড় হইয়া চোখের দৃষ্টি কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়া আসিতে পারিল না।...

সান্ত্বনা স্থির হইয়া শুইয়া আছে—

কিন্তু ঐ কোটর-ছাড়া পলকহীন ভয়ঙ্কর চক্ষুতারকা ত' সান্ত্বনার নয়...

আর তার কণ্ঠের উপর দশটি অঙ্গুলির নিষ্পীড়নের ঐ চিহ্ন!...

নীহারেরও চক্ষু আরও বিস্তৃত ও পলকহীন হইয়া সেই রক্তবর্ণ দশটি চিহ্নের উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। দেহের শক্তি কণ্ঠের শব্দ নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া সে যেন কেটা স্পন্দহীন মূর্ত্তির মত কেবলি শূন্যে দোল খাইতে লাগিল!...

স্নায়ুর ও মনের এই নিরালম্ব দৌর্ব্বল্য তাহাকে বেশীক্ষণ সহ্য করিতে হইল না—

জ্ঞান হারাইয়া সে মৃতদেহের পাশেই লুটাইয়া পড়িল।...

যখন ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞানসঞ্চার হইতে লাগিল তখন মানসিক যন্ত্রণা লঘু হইয়া গেছে।—

মনে হইল— পুনর্ব্বার সে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে।...

এমন অবিশ্বাস্য স্বপ্নাতীত ঘটনা ঘটিতেই পারে না।...

অর্থহীন দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া সে নূতন করিয়া চমকিয়া উঠিল—

বাতির আলো সান্ত্বনার নিস্পন্দ দেহের উপর নাচিতেছে—

শুভ্র গৌর কণ্ঠের উপর রক্তবর্ণ চিহ্নগুলি মিথ্যা হইয়া যায় নাই...

সেইদিকেই চাহিয়া থাকিতে থাকিতে নীহার সহসা মৃতদেহ দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়াই ছাড়িয়া দিল—

অতি সাবধানে সান্ত্বনার বাঁ হাতখানা মুষ্টির মধ্যে তুলিয়া লইল... কান পাতিয়া রহিল, যেন নাড়ী চলার শব্দ হইবে... শব্দ নাই, কিন্তু নাড়ী বুঝি চলিতেছে—

হঠাৎ সান্ত্বনার বুকের উপর কান দিয়া কাত্ হইয়া পড়িল...

বুক বুঝি ধুক্ ধুক্ করিতেছে...

না, না,—

রক্তের গতি একেবারে থামিয়া গেছে—

জীবনের ক্ষীণতম কম্পনও কোথাও অবশিষ্ট নাই। দশটি আঙ্গুলের চাপ দিয়া প্রাণের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত সে নিংড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়াছে।...

সহসা একটা নিঃশব্দ বীভৎস হাস্যভঙ্গীতে নীহারের মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল।...

একি অভিনয়... একি তামাসা!

যে ভোজন-ব্যাপারের এই পরিণতি সে ত তখনকার কথা; রায়ের পাশবিক আচরণ, সান্ত্বনার সঙ্গে কলহ—

সান্ত্বনার সঙ্গে কলহ!...

নীহার সশব্দে হাসিয়া উঠিল। সান্ত্বনার সঙ্গে কলহের মত হাসির কথা আর কিছু নাই... পাগলের হাসির মত অর্থহীন এই হাসি যেমন অকস্মাৎ আসিয়াছিল, তেম্‌নি অকস্মাৎ মিলাইয়া গেল। ...

নীহার শয্যা হইতে নামিল—

টলিতে টলিতে যাইয়া দরজা জানালা সবগুলি একটি একটি করিয়া খুলিয়া দিল—

শয্যার পার্শ্বে আসিয়া হেঁট হইয়া সান্ত্বনার চোখের পাতাদুটি পরস্পর মিলাইয়া দিল।...

বাতি জ্বলিতেই লাগিল—

নীহার শয্যায় উঠিয়া সান্ত্বনার দেহের পার্শ্বে শয়ন করিল—

দেহটি দুই বাহুর মধ্যে টানিয়া লইয়া মুখখানা বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিল...

অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ভুলিয়া শুষ্কচক্ষে শুধু সে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল...*

* ইংরাজী হইতে

* *কালিকলম:* অগ্রহায়ণ ১৩৩৩